ওহে আমেরিকান! ... এই হচ্ছে ওসামা!

নিচের চিঠিটা আমি কিছু ভাইদের মাধ্যমে পেয়েছি। তাদের ভাষ্যমতে, একজন আমেরিকান এই চিঠিটি একটি চ্যাট ফোরাম এ লিখেছেন – আর ভাইদের হাত ঘুরে তা আমার কাছে পৌঁছেছে। তারা চাইছিলেন যেন আমি এই আমেরিকানের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই। শুরুতে আমি একটু ইতস্তত: করছিলাম। কিন্তু ভাইরা বললেন যে, এই আমেরিকানটি সত্য জানতে চায়, আর মুসলিম হিসেবে অন্যকে সত্যের দিকে আহ্বান করতে আমাদের আপত্তি করা উচিত নয়। তাই সেই আমেরিকানের প্রতি আমাদের কিছু নম্র উপস্থাপনা – যদি সে তা পড়ে সত্য বুঝতে পারে, ওসামাকে চিনতে পারে...

এই সেই চিঠি যা আমি পেয়েছিলাম:

আমি একজন আমেরিকান, এবং আমাদের সরকার ব্যবস্থা যা প্রচার করে আমি তা পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। মিডিয়া ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুকে যেভাবে প্রকাশ করেছে তা আমাকে আন্দোলিত করেছে। আমি মনে করেছিলাম মুসলিমরা ওসামাকে তার কাজের জন্য ঘৃণা করে – অন্তত আমাদের অফিসাররা আমাদের দেশের লোকদের তাই-ই বুঝিয়েছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আমি বুঝতে পারলাম যে, বেশির ভাগ মুসলিমরাই তাকে ভালোবাসত! তাই আমি জানতে চাই, মুসলিম হিসেবে ওসামা তোমাদের কাছে কেমন মানুষ ছিলেন? আর আমি তোমাদের কাছ থেকেই তা জানতে চাই – মিডিয়া থেকে নয়, কারণ আমি মিডিয়াকে একটুও বিশ্বাস করি না। দয়া করে একেবারে সরল এবং সত্য কথাটি বল। আমি প্রকৃত পক্ষেই সত্যটুকু জানতে চাই।

আর এই হল আমার উত্তর:

ওহে আমেরিকান... আজ তোমাকে আমি এমন একজনের গল্প শোনাব যে আমাদের জন্য একজন বীর নায়ক... হ্যাঁ আমাদের কাছে বাস্তব জীবনের একজন মহানায়ক... এমন এক মহানায়ক যাকে সারা বিশ্ব চিনেছে... তার নাম হল ওসামা, বাবা মুহাম্মদ এবং দাদা আওয়ায। সুতরাং, রীতি অনুযায়ী তার নাম হচ্ছে ওসামা বিন মুহাম্মদ বিন আওয়ায বিন লাদেন... তার বাবা মুহাম্মদ ছিলেন ইয়েমেনী। ইয়েমেন – যদি না জেনে থাক – পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভূমি এবং শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা

গুলোর মধ্যে একটি; আরবদের আদি পুরুষ। যুবক মুহাম্মদ ইয়েমেন থেকে জেদ্দাহ্ তে চলে এলেন – আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে। মুটে (porter) হিসেবে কাজ শুরু করা এই আত্মনির্ভরশীল কর্মঠ যুবক দ্রুতই আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে বড় নির্মান ঠিকাদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন। তিনি তার সত্যবাদিতা, সততা এবং অধ্যাবসায় এর কারণে পরিচিতি লাভ করেন। সেখানকার শাসক পরিবারের সাথেও তার খুব ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে।

ওহে আমেরিকান, আমি জানি না তুমি ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু জান – কিন্তু আমি তোমাকে বলি, মুসলিমদের অত্যন্ত পবিত্র তিনটি মসজিদ আছে। সেগুলো হল: মক্কার পবিত্র মসজিদ, মদিনাতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এর মসজিদ, আর ফিলিস্তিন জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা। এই তিনটি ছাড়া মুসলিমদের আর কোন পবিত্র ভূমি নেই – পবিত্রতার গুরুত্ব অনুযায়ী মসজিদগুলোর নাম ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হল। তুমি হয়ত কা'বা সম্বন্ধে জান, মক্কার সেই চারকোন ঘর যা একটি কালো কাপড়ে ঢাকা থাকে। নবী ইব্রাহীম আ: এবং তার প্রথম ছেলে ইসমাইল আ: আল্লাহর এই ঘর সাধারনভাবে তৈরী করেন – আর তার চারপাশে যে স্থাপনা তুমি প্রত্যক্ষ কর, তা ওসামার বাবা মুহাম্মদের নির্মান করা। আর তুমি যদি রাসুলাল্লাহ সা: এর মদিনার মসজিদের অসাধারন সুন্দর স্থাপনার ছবি দেখে থাক, তবে জেনে রাখ যে, ওসামার বাব মুহাম্মদ সেই সম্মানজনক কাজের সাতে জড়িত ছিলেন। আর কয়েক দশক আগে যখন ফিলিস্তিনের মসজিদুল আকসা ইয়াহুদরা পুড়িয়ে ফেলে, তখন আরব নির্মাতারা তা পুন:নির্মান করেন। আর এই মসজিদের নির্মান কাজের সম্মানও ওসামার বাবা মুহাম্মদ অর্জন করেন।

আমি তোমাকে জানিয়েছি যে, ওসামার বাবা ইয়েমেনী ছিলেন, কিন্তু এখনও জানাইনি যে, তার মা ছিলেন শামের। কাজেই ওসামা হচ্ছেন ইয়েমেন আর শামের সন্তান – পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দুটি সভ্যতা। কাজেই ওসামার জন্মসূত্র ঐতিহাসিক এবং উন্নত সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল হেযাজ এ। আর হেযাজ হচ্ছে মুহাম্মদ সা: এর নব্যুওয়তের অলৌকিকত্বের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই সভ্যতা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব আর দ্বীনের প্রকৃত আলো মিলেমিশে তৈরী হয়েছিল ওসামার আত্মিক সত্বা।

ওসামার বাবার গুরুত্ব ও ব্যবসা দিনে দিনে এত প্রসার লাভ করেছিল যে, তিনি আরব উপদ্বীপের বাদশাহকে এক অর্থনৈতিক সংকটকালে সমস্ত সরকারী কর্মচারীর ছয় মাসের বেতনভাতা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এরপর আরব উপদ্বীপের বাদশাহ এবং রাজপুরুষদের কাছে তার মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। আর এমনই ঘর, এমনই পরিবার, এমনই আকাশচুম্বি মর্যাদা ও ঐতিহাসি সভ্যতার মধ্যে যার জন্ম – সেই হচ্ছে ওসামা।

ওসামার বাবা তার সম্পদ এবং প্রতিপত্তি সত্বেও ওসামাকে অত্যন্ত ভালো এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে লালন পালন করেন – তার সন্তানদের মনোযোগী, কর্মঠ এবং অধ্যাবসায়ী করে গড়ে তুলেন। কাজেই অন্যান্য ধনীদের সন্তানরা যখন অত্যাধিক সম্পদ, সামাজিক প্রতিপত্তির কারণে অসাধু হয়ে বেড়ে উঠছিল, তখন ওসামা বেড়ে উঠলেন ধার্মিক, অধ্যাবসায়ী এবং কর্মঠ হয়ে।

যৌবনের শুরুতেই একটি ঘটনা তার জীবনে বিশাল এক পরিবর্তন এনে দিল – রেড সোভিয়েত আর্মি আফগানিস্তানের মুসলিম ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করল। আর এই খবর সারা বিশ্বের মত পশ্চিম আরব উপদ্বীপেও ছড়িয়ে পড়ল। ওসামা তার দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা থেকেই অন্য সব যুবকদের মত ঘটনার খবরা খবর পর্যবেক্ষন করা শুরু করলেন; কিন্তু অন্য আর সব যুবকদের তুলনায় ওসামা ছিলেন একটু আলাদা। কারণ ওসামা সত্যিকার কাজে বিশ্বাসী ছিলেন, কাজেই শুধু খবর নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বেশ কয়েকবার আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে সফর করলেন। অবশেষে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি আফগানিস্তানে পাড়ি জমানোর চিন্তা ভাবনা করলেন – সময়টা ছিল ১৯৮২, ২৯ বছরেরও কম বয়সের এক যুবক! তিনি স্থানীয় আফগানী মুজাহিদীনদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করলেন এবং তাদের সৈন্যদের আফগানিস্তানের ভূমি থেকে পর্যুদস্ত অবস্থায় বের করে দিলেন। আর এই ঐতিহাসিক পরাজয়ের কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গিয়ে রাশিয়ার জন্ম, আরও অনেক দেশ তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল।

এই ছিল সেই যুবকের প্রথম জিহাদী ঠিকানা... তারপর বিড়াট এক দুর্ঘটনা সমগ্র দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দিল। আমেরিকান সৈন্য মুসলিমদের সবচেয়ে পবিত্র ভূমি আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করল – সেই সময়টা ছিল ১৯৯১ সাল, সাদ্দাম হোসেনর ১৯৯০ তে কুয়েত আক্রমনের পর। ওসামা আরব নেতাদের সাদ্দামের এই মনোভাব সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি। ওসামা তার মুজাহিদীন ভাইদের নিয়ে সাদ্দামকে কুয়েত থেকে বিতাড়িত করতে চাইলেন, কিন্তু আরবের নীতি নির্ধারক রাজকুমাররা ওসামার বদলে আমেরিকানদের পছন্দ করল – আর এভাবেই আমেরিকান সৈন্যরা মুহাম্মদ সা: এর পবিত্রভূমিতে প্রবেশাধীকার পেল। ওসামার সন্দেহ সত্যে পরিণত হল – তিনি বলেছিলেন আমেরিকান সৈন্যরা আরব থেকে আর বের হবে না, তারা এসেছে এখানে ঘাঁটি গড়তে।

সত্যিই এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের পট পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা – এই প্রথম অমুসলিম সৈন্যরা দুই পবিত্র মসজিদের এলাকায় প্রবেশ করল – সেটা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্যের এক বাহিনী। আর ইতিহাসে এই প্রথম আরবের রাজেন্যরা আল্লাহর রাসূলের সা: পবিত্র হারাম শরীফে অমুসলিদের প্রবেশ করতে দিল! তুমি একথা সত্যই বলেছ ওহে আমেরিকান যে, তুমি তোমার সরকারী

প্রচারণাকে বিশ্বাস কর না – কারণ তারা তোমাদের বলে যে ৯/১১ হচ্ছে সেই ঘটনা যা পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, ৯/১১ কেবলমাত্র সেই বিশাল ঘটনার প্রতিক্রিয়া মাত্র; যখন অমুসলিম সৈন্যরা আরব উপদ্বীপ দখল করে নিল।

সোভিয়েতরা ১৯৮৯ তে আফগানিস্তান ত্যাগ করার পর আফগানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। ওসামা এই দ্বন্দ্বে নিজেকে জড়াতে চাইলেন না – তিনি আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে সুদান চলে গেলেন এবং কিছু কিছু ত্রান ও রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করলেন। কিন্তু আমেরিকান সরকার সুদানে ওসামার এই অবস্থান করা পছন্দ করতে পারল না। তারা সুদানের সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা শুরু করল ওসামাকে সুদান থেকে বিতাড়িত করার জন্য। ওসামা যখন বুঝতে পারলেন সুদানের সরকার তার উপস্থিতিকে পছন্দ করছে না, তখন তিনি আফগানিস্তানে ফেরত এলেন, পুরানো মুজাহিদীন ভাইরা তার চারপাশে জমা হতে শুরু করল। যতক্ষণ না তালিবান যোদ্ধারা আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরের ক্ষমতা দখল করে নিল, তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ওসামা এই ছাত্রদের (তালিবান) মধ্যে সততা দেখতে পেলেন, আর দেখতে পেলেন আফগানিস্তানে প্রকৃত পরিবর্তন আনার অদম্য চেষ্টা – ওসামা আর তালিবানদের মধ্যে ঐতিহাসিক মৈত্রী গড়ে উঠল। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আফগানিস্তানের অন্যান্য দলগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করলেন – আফগানিস্তানের বেশিরভাগ অংশকেই একত্রিত করতে সক্ষম হলেন। ওসামা তালিবান যোদ্ধাদের এবং তাদের নেতা মোল্লাহ ওমরের সবচেয়ে কাছের এবং প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজন হয়ে গেলেন।

সারা আরব বিশ্ব আরবের পবিত্র ভূমিতে আমেরিকানদের প্রবেশে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল – কারণ আরবের এই পবিত্র ভূমি মুসলিমদের কাছে সারা বিশ্বের চাইতেও অধিক প্রিয় এবং অনন্য। আমেরিকান সৈন্যদের ইরাকে অনুপ্রবেশ, ১৫ লক্ষ ইরাকীকে হত্যা করা যার মধ্যে ৫ লক্ষই শিশু, ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের অর্থ এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা – এই সবগুলোই ওসামা এবং তার আফগান মুজাহিদীন সাথীদের বুঝিয়ে দিল যে, আমেরিকা পর্দার পিছন থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

এভাবেই আমেরিকার নানাবিধ কর্মকান্ড এটা পরিষ্কার করি দিল যে মুসলিমদের সকল দুর্দশার পিছনে আসলে আমেরিকার কুটচালই দায়ী – আর তখনই ওসামা এবং তার সাথীরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ওসামা ঘোষণা দিলেন, আমেরিকাকে আরব ভূমি ছাড়তে হবে। আমেরিকা পৃথিবীর সর্বত্র মুজাহিদীনদের ধাওয়া করা শুরু করল, আরব রাষ্ট্রগুলোকে হুকুম করা শুরু করল আফগান ফেরত মুজাহিদীনদের গ্রেফতার করার জন্য এবং তাদের শারীরিক ভাবে নিষ্ঠুর অত্যাচার করা শুরু করল। বসনিয়া, চেচনিয়া, কসোভো, সুদান, সোমালিয়া, ফিলিপিন, চীন এবং কাশ্মির – সর্বত্র

মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসলিমরা এসব জায়গায় ছিল নির্যাতিত এবং নিপীড়িত। ওসামা এসব জায়গায় মুসলিমদের যোদ্ধা এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করা শুরু করলেন – যেন তারা জালিমের স্বেচ্ছাচারিতা ও জুলুম থেকে বের হতে পারে। তার এই নি:স্বার্থ সাহায্য মুসলিমদের মধ্যে তাকে আলোচিত এবং অত্যন্ত পছন্দনীয় একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলল।

ওসামা এবং তার সাথীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিমদের বেশির ভাগ সমস্যার মূল হচ্ছে আমেরিকা – তারাই আরব দেশগুলো স্বেচ্ছাচারী একনায়কদের যাবতীয় সহযোগীতা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে। এছাড়াও আমেরিকা মুসলিম দেশগুলোর ক্ষমতাসীনদের অসৎ করে তুলছে যাতে মুসলিম বিশ্বের উন্নয়ন না হয়, যাতে তারা পিছিয়ে থাকে। তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ হল ফিলিস্তিনে ইয়াহুদীদের অনধিকার অনুপ্রবেশ ঘটানো: অর্থ এবং সর্বাধুনিক অস্ত্র দিয়ে ফিলিস্তিনিদের হত্যায় সাহায্য করা – ফিলিস্তিন, আরব ভূমির মতই মুসলিমদের আর একটি পবিত্র ভূমি।

আরবরা ইব্রাহিম আ: এর জন্মের পূর্বে ফিলিস্তিনে বসবাস করত – তুমি হয়ত তোমার ধর্মগ্রন্থ হতে জেনে থাকবে যে, ইব্রাহীম আ: ইরাক থেকে এসে ফিলিস্তিনে বসতি গড়েন এবং দেখেন যে, আরবরা পূর্ব থেকেই সেখানে বসবাস করছে। এরপর ইব্রাহীম আ: এর দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হল, ইসমাঈল ও ইসহাক, ইসহাকের পুত্র জেকোব – এই জেকোব-ই হলেন ইসরাইল (সকল নবীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। জেকোব মিশরে তার অনুসারীদের নিয়ে ৪০০ বছর ধরে স্থায়ী বসবাস শুরু করলেন। তারপর মিশর থেকে জেকোবের অনুসারীরা মুসা আ: এর নেতৃত্বে বের হয়ে আসেন সিয়েনার ল্যাবিরিন্থে (গোলকধাঁধা) – ৪০ বছরের জন্য। এরপর ইসরাঈলের অনুসারীরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে এবং আরবদের বিতাড়িত করে। আর মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে, তখন ইসরাঈলের অনুসারীরা ফিলিস্তিন ভূমির অধিক যোগ্য ছিল – কারণ তারা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল, আর আরবরা ছিল অবিশ্বাসী।

ইসরাঈলের অনুসারীরা ফিলিস্তিনে কয়েকশ' বছর ধরে বসবাস করতে লাগল, তারপর আল্লাহ মরিয়ম তনয় ঈসা আ: কে পাঠালেন। ইয়াহুদরা তাকে অবিশ্বাস করল এবং তার অনুসারীদের অত্যাচার করা শুরু করল। অত:পর আল্লাহর হুকুম এল, ঈসা আ: এর অনুসারীরা ইয়াহুদদের কাছ থেকে ফিলিস্তিন অধিগ্রহণ করবে – কারণ তারা মূসা আ: এর ধর্ম থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং ঈসা আ: কে অস্বীকার করেছিল। ঈসা আ: এর অনুসারীরা ফিলিস্তিন শাসন করা শুরু করল, কিন্তু খুব দ্রুত আল্লাহর সংবিধানকে পরিবর্তন করা শুরু করল। অত:পর আল্লাহ মুহাম্মদ সা: এর অনুসারী আরবদের দ্বারা রোমানদের কাছ থেকে ফিলিস্তিনকে পূন:রুদ্ধার করালেন। তারপর ফিলিস্তিনে তের শতক ধরে মুসলিমদের শাসন বজায় থাকে। মুসলিমরা যখন আল্লাহর দ্বীন আর

রাসূলের সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যেতে থাকল, আল্লাহ ব্রিটিশ-ফরাসীদের অধিগ্রহণ মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিলেন, তারপর ব্রিটেন। কিন্তু মুসলিমরা তাদের পরিশোধিত করতে পারল না এবং তাদের মূল দ্বীনে ফেরত গেল না। আল্লাহ মুসলিমদের তার শাস্তি দিলেন, ফিলিস্তিনের উপর চাপিয়ে দিলেন মুসলিমদের সবচেয়ে বড় ঘৃণ্য শত্রু 'ইয়াহুদি'দের শাসন।

দ্বীন হতে মুসলিমদের বিচ্যুতিই যে ফিলিস্তিন হাতছাড়া হবার একমাত্র কারণ – কিছু বিচক্ষন মুসলিমরা সেটা বুঝতে পারলেন এবং মুসলিমদের প্রকৃত দ্বীনের উপর ফিরে আসতে আহ্বান জানালেন, যাতে ফিলিস্তিনকে পূন:রুদ্ধার করা যায়। অনেক মুসলিম পন্ডিত/আলেম নিজেদের জান বিলিয়ে দিলেন। ওসামাও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি মুসলিমদের প্রকৃত দ্বীনে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান করেছেন, যাতে ফিলিস্তিন মুসলিমদের হাতে নতুন করে ফিরে আসে।

ঐতিহাসিক এই সত্যগুলো ওসামার বিশ্বাসকে বুঝতে পারার জন্য জরুরী, তার চিন্তাভাবনা এবং মতবাদকে বুঝতে পারার জন্য জরুরী। আমি জানি না ওহে আমেরিকান – তুমি ওসামার খবরাখবরের প্রতি দৃষ্টি রাখতে কিনা। কিন্তু আমি তোমাকে ৯/১১ এর পরে ওসামার সেই ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির কথা জানাতে চাই যখন সে বলল: 'আমি সেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর নামে শপথ করছি যিনি আসমানকে স্তম্ভ ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, যতদিন পর্যন্ত না ফিলিস্তিনিরা শান্তিতে বসবাস করতে পারছে – ততদিন আমেরিকানরাও শান্তিতে থাকার স্বপ্ন দেখতে পারবে না এবং যতদিন না অবিশ্বাসীদের সৈন্যরা মুহাম্মদ সা: এর ভূমিকে পরিত্যাগ করছে'। আর যারা ওসামাকে চেনে তারা জানে যে, ওসামা তার ওয়াদা পূরণে কতটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তারা তোমাকে বলছে যে, ওসামা একজন জঙ্গী – আমরাও অস্বীকার করি না। আমরা যা অস্বীকার করি তা হল – জঙ্গীবাদের যে অর্থ তারা করতে চায় সেটা, যা তারা এখনও স্পষ্ট করেনি!! আমেরিকা জাপান, জার্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধ করেছে। চিন্তা করে দেখ তো যে জাপান ক্যালিফর্নিয়া, ওয়াশিংটন, সিয়াটল এবং এরিযোনা দখল করে নিয়েছে। কি করবে তুমি!! যদি জার্মানি ওয়াশিংটন ডি.সি. এবং ফ্লোরিডা অথবা সোভিয়েত জর্জিয়া, নিউ ইয়র্ক আর ভার্জিনিয়া দখল করে নেয়? কি করবে তুমি? ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে এবং অপেক্ষায় থাকবে যে কখন তারা নিজের গরজে তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাবে? যদি তখন কিছু আমেরিকান জাপানের অনুপ্রবেশ, জার্মানির হিটলারী আর সোভিয়েত এর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধাচরন করে? তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে? তাদের কি বলবে তুমি? জঙ্গী? যদি কিছু আমেরিকান তখন জাপান, জার্মান আর সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে বোমাবাজি করে – কি বলবে তাকে তুমি? জঙ্গীবাদ?

আমরা অস্বীকার করি না যে ওসামা সন্ত্রাসী ছিলেন, কারণ তিনি তার শত্রুদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন তিনি সন্ত্রাসী হয়েছিলেন? তোমাকে তাহলে ওসামার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটু বলি... তিনি ছিলেন শান্ত স্বভাবের, অল্পভাষী, হাসতেন কম, বেশ লাজুক, অত্যন্ত দানশীল এবং ধারণাতীত বিনয়ী। যদিও তিনি অত্যন্ত ধনী ছিলেন, তথাপি তিনি দরিদ্র জীবন যাপন করতেন, তাদের মতই খেতেন, তাদের মতই ঘুমাতেন। যদি তুমি তার সাথে কথা বলতে যেতে, তবে দেখতে পেতে যে তিনি তোমার কথা ততক্ষণ পর্যন্ত শুনতেই থাকবেন যতক্ষণ না তোমার মনে হবে তিনি তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তিনি ছিলেন নরম মনের মানুষ; কবিতা পছন্দ করতেন, পছন্দ করতেন সাহিত্য; আর পড়তে ভালোবাসতেন। তিনি ঘোড়ায় চড়তে পছন্দ করতেন। যে কেউ তার সাথে কথা বলতে গেলে তাকে (ওসামাকে) পছন্দ করে ফেলতেন, যদিও সে তার শত্রুই হোক না কেন! কারণ ছিল তার নম্রতা এবং অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। তারও উপরে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত চৌকশ মানুষ যা তিনি তার চাচাদের কাছ থেকে জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি তার জাতির কাছ থেকে সাহসিকতা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, তার মাতৃভূমির মানুষদের মত।

ওসামার যে গুনগুলোর কথা তোমাকে জানালাম, তা এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলা হয় নাই। তাকে যারা দেখেছে, তার সাথে থেকেছে এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করেছে, তারাই এর স্বাক্ষ্য দিবে... কাজেই এখন আমার সাথে বুঝার চেষ্টা কর কিভাবে একজন মানুষ এইসব গুনাবলী থাকা সত্বেও সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়!!

আগেই যেমন বলেছি, ওসামা আরব উপদ্বীপের বাসিন্দা, যেখানকার লোকেরা স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় সমর্থক ও ধারক। পৃথিবীর আর কোন জাতি তাদের মত এতটা স্বাধীনকামী নয় – আর এ কারণেই তারা শত বছর ধরে মরুভূমিতে স্বাধীনভাবে বসবাস করেছে, কিন্তু আশে পাশের উন্নত শহরগুলোতে অভিবাসীত হয় নি। কারণ হচ্ছে তারা কোন রাজা-বাদশাহর অধীনে থাকা পছন্দ করত না। আর এই জন্যই তারা পানি বিহীন, ফসল বিহীন আর স্বল্প শিকারের মরুভূমিতেই শত বছর পার করে দিয়েছে। আর মরুভূমির এই রুক্ষ কঠিন পরিবেশ এই আরবদের নিজ জাতি স্বত্তার প্রতি এমন অহংকারী, রক্ষনশীল আর আত্ম মর্যাদাশীল করে গড়ে তুলেছিল যে, তাদের পক্ষে আর কোন শাসকের দাসত্ব বা রাজনীতি মেনে নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইতিহাস জুড়ে এমন কোন সময় পাওয়া যাবে না যখন তারা কোন রাজার আনুগত্য মেনে নিয়েছিল – ব্যতিক্রম হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সা:, যিনি এই আরবদের আল্লাহর দ্বীনের আনুগত্যের অধীনে আনলেন। যদি আল্লাহর দ্বীন না হত, তবে পৃথিবীর কোন শক্তিই এই আরবদের আনুগত্য আদায় করতে পারত না, কারণ তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন মানুষের/বাদশাহর আনুগত্যকে স্বীকারই করত না।

ইতিহাসের এই অংশটুকু এই জন্যই জানা প্রয়োজন যাতে তুমি আরব উপদ্বীপের মানুষদের এবং বিশেষ করে ওসামার আমেরিকান সৈন্যদের প্রতি ঘৃণার তীব্রতাকে অনুভব করতে পার – কারণ তারা আরবদের পবিত্র ভূমির স্বাধীনতাকে হরন করেছে – ওহ, তুমি হয়ত এই আরব উপদ্বীপকে 'The Kingdom of Saudi Arabia' হিসেবে চেন। এই নাম দেয়া হয়েছে 'আল-সউদ' বংশের নামানুসারে - বর্তমান রাজা আব্দ-আল-আযীয এর বাবা এই উপদ্বীপের রাজ্যগুলোকে যখন তার তলোয়ারের অধীনে এনে ইসলামের শরিয়তের দ্বারা পরিচালিত করার মনোভাব প্রকাশ করলেন, তখন এখানকার লোকেরা তার কাছে একত্রিত হল। সমস্ত মানুষ দ্বীনের পতাকার নীচে একত্রিত হয়ে তার সাথে যুদ্ধ করল। কিন্তু শীঘ্রই লোকেরা বুঝতে পারল যে, এই মানুষটি আসলে প্রথমে ব্রিটিশদের আর তারপর আমেরিকার দ্বারা পরিচালিত ছিল। আর তার ছেলেরা কুয়েতকে মুক্ত করার নামে আমেরিকার সৈন্যদের আরবের পবিত্রভূমিতে প্রবেশের সুযোগ করে দিল। এভাবেই দ্বীনের প্রতি তার এবং তার ছেলেদের বিশ্বাসঘাতকতা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

ওহে আমেরিকান, ওসামার তোমার দেশের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে:

প্রথমত: ফিলিস্তিনে ইয়াহুদিদের সকল প্রকার সাহায্য সহযোগীতা করা।

দ্বিতীয়ত: আরব উপদ্বীপ এবং কুরআন নাযিল হওয়ার ভূমিকে অধিগ্রহণ করা।

তৃতীয়ত: পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

চতুর্থত: মুসলিম দেশগুলোতে স্বৈরাচারী সরকারকে মদদ দিয়ে টিকিয়ে রাখা।

পঞ্চমত: খোদ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, মুসলিম দেশগুলোতে অন্যান্য ধর্ম এবং মতবাদগুলোকে প্রচার করা এবং মুসলিমদের স্বভাব ও নৈতিকতাকে কলুষিত করা।

ষষ্ঠত: গত তিরিশ বছর ধরে লাখ লাখ মুসলিমদের মৃত্যুর কারণ আর কেউ নয় – তোমাদের আমেরিকান সরকার প্রধানগণ, যাদের তোমরা বছরের পর বছর নির্বাচিত করেছ।

এইসব কারণেই ওসামার মত একজন রুচিশীল, শান্ত, অতিশয় ভদ্র এবং নম্র মানুষ একজন বিপদজনক এবং পৃথিবী খ্যাত সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়ে গেল – নিজেকে পরিবর্তন করে নিল একজন প্রতিরক্ষক যোদ্ধা হিসেবে। আসলে যে ব্যক্তির বিন্দুমাত্র আত্ম মর্যাদা আছে, উপরের যে কোন একটি কারণই তাকে পরিবর্তন করে দিবে – আর ওসামার জন্য তো সবগুলো কারণই বিদ্যমান।

তোমার মিডিয়া তোমাদের যা শোনায়, যা দেখায় – জেনে রাখ তা সত্য নয়। সত্য এই যে, বেশিরভাগ মুসলিমই আমেরিকান সরকার ও তাদের নীতিকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে, তাদের রাত-দিন অভিসম্পাত করে। তোমরা তোমারদের মিডিয়াতে আরব বিশ্বের আমেরিকার প্রতি যে সমর্থন দেখতে পাও, জেনে রাখ, সেগুলো হয় বানোয়াট অথবা সেই সব দালালদের মিথ্যা উক্তি যারা নিজের দেশ ও মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে – এরা মুসলিম দেশ বা মুসলিমদের মুখপাত্র নয়; উপরন্তু তাদের অধিকাংশ মুসলিমও নয়। এরা হচ্ছে নাস্তিক, সুবিধালোভী বা স্বার্থান্বেষী কিছু লোক যারা মুসলিম দেশের অভিবাসী – যেমন কিছু লোক তোমাদের দেশও আছে, হয়তো বেশিই আছে। এই সব লোকদের কাছে মিডিয়া, অর্থ এবং ক্ষমতা জিম্মি – আর আমেরিকানদের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব হয়নি।

তুমি জানতে চেয়েছ আমাদের কাছে ওসামার প্রকৃত মর্যাদা কি – আমি অধিকাংশ মুসলিমদের হয়ে আজ তোমাকে সেই উত্তর দিচ্ছি:

ওসামা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি প্রাচীন ইসলামের মহত্বকে তার প্রকৃত স্বরূপে ধারণ করেছিলেন... ওসামা হচ্ছেন মুসলিমদের জাগ্রত বিবেক সত্বা এবং স্বাধীনতাকামী মুসলিম উম্মাহকে নতুন করে একিভূত করার প্রেরণা...

ওহে আমেরিকান – ওসামা হচ্ছেন সত্যের মূর্ত প্রতীক, যিনি ইতিহাসের পথ ধরে মজলুমদের জন্য যুদ্ধ করে গেছেন... ওসামা হচ্ছেন সেই ব্যক্তিত্ব যিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা হাসিল করেছিলেন শুধুমাত্র মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। আমাদের কাছে উনি সেই রকম, যেমন তোমাদের কাছে জর্জ ওয়াশিংটন – যিনি আমেরিকাকে একীভূত করেছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এবং লিনকনের মত – যিনি আমেরিকান দাসদের মুক্ত করেছিলেন এবং উত্তর-দক্ষিন ভূখন্ডকে একত্রিত করেছিলেন। উনি মার্টিন লুথারের মত, যিনি আমেরিকান নিগ্রোদের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন...

কিন্তু এদের সবার চেয়েই ওসামা আলাদা, কারণ তিনি একজন মুসলিম যিনি তার আদর্শ এবং দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করেন, পরিকল্পনা করেন। তিনি আলাদা কারণ তিনি বিশ্বের সকল মজলুমের জন্য যুদ্ধ করেন, কোন দেশ, জাতীয়তা বা গোত্রের জন্য নয়। তিনি তার শত্রুদের থেকে এই কারণে আলাদা যে, তিনি সমস্ত স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, যারা তাদের দেশের জনগন অথবা অন্য দেশের জনগনকে জুলুম করে যাচ্ছে। তুমি যদি শুধু লক্ষ্য করে দেখ কারা ওসামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে – তুমি দেখতে পাবে তারা হচ্ছে সেই সব বিখ্যাত জালিম শাসক যারা তাদের জনগনকে অত্যাচার করছে, তাদের সেইসব ধনীদের নিগৃহীত ও সর্বশান্ত করে দিচ্ছে যারা মজলুমদের পাশে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়। ওসামা সেই সব শাসকদের আসল চেহারা উন্মোচিত করে দিয়েছেন – সেইসব দেশের জনগনকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং নিজেদের অধিকার

আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে শিখিয়েছেন। আর এই কারণেই তিনি সেই সব শাসকদের চক্ষুশূল এ পরিণত হয়েছেন, ওসামাকে তারা এই কারণেই ধাওয়া করে, তার কন্ঠ স্তব্ধ করে দিতে চায় – লক্ষ্য একটাই, সেইসব দেশের জনগনকে নিজেদের দাস করে রাখা, তারে ধন-সম্পদ লুঠ করা আর নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখা।

ওসামা – ওহে আমেরিকান – তার সমগ্র জীবন কুরবান করে দিয়েছেন মুসলিমদের একত্রিত করার জন্য, তাদের গলা থেকে অত্যাচারী শাসকদের দাসত্বের শৃংখল ছিঁড়ে ফেলার জন্য – সেই সব শাসকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য যারা বছরের পর বছর আমেরিকান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের অত্যাচার অবিচার চালিয়ে যাচ্ছে। ওসামা মুসলিমদের সম্মান এবং দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছেন... ওসামা – ও আমেরিকান – সত্যবাদীতা এবং পবিত্রতার উদাহরণ, মানবিক মূল্যবোধের ধারক – তোমরা যা সত্য হিসাবে জান তা সম্পূর্ন ভাবে কাল্পনিক, তোমাদের হোয়াইট হাউজ এবং পশ্চিমা শাসক ও তাদের পা চাটা পূর্বের শাসকদের সাজানো নাটক...

আমেরিকান, ওসামা এই পৃথিবীর শেষ সুন্দর যা মুছে গেছে... আমি তাকে সৌন্দর্য বলছি কারণ পৃথিবীর শাসকগোষ্ঠী এই পৃথিবীর সত্য সুন্দর গুলো মুছে দিয়ে তা মিথ্যা দিয়ে সাজিয়েছে, আর রাজনীতিকে করেছে কুলষিত, ধোঁকাবাজী আর ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। অন্যদিকে ওসামা জ্ঞানী গুনীদের সাথে মিলে রাজনীতিকে তার সত্যিকারের রূপে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার কাছে রাজনীতি ছিল মজলুমের কাছে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার পথ, ছিল সত্য এবং বিশ্বাস পুন:প্রতিষ্ঠার পথ, সম্মান এবং দান, মানুষ এবং সম্পদের মধ্যে পার্থক্যকারী এবং মানব কল্যাণে সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের হাতিয়ার। ওহে আমেরিকান, হয়ত তুমি এইসব কথার বেশির ভাগই বুঝতে পারছ না। তার জন্য আমি তোমাকে দোষ দেই না – কারণ তুমি এমন এক সমাজে বসবাস কর যা স্বার্থপরতা, এককেন্দ্রিকতা, মিথ্যা এবং শুধুমাত্র নিজেকে ভালোবাসায় ডুবে আছে। এমন সমাজ যা পুঁজিবাদের নামে অন্যায় অত্যাচার জুলুম জারি রেখেছে, আর গণতন্ত্রের নামে অন্য দেশকে অধিগ্রহণ করে চলেছে...

আমি জানি না তুমি কতটা সংস্কৃতিমনা বা তুমি আদৌ আমার এই কথাগুলো বুঝতে পারছ কিনা; কিন্তু ওসামা সম্পর্কে বলতে গেলে আমার এমন বড় বড় মহৎ বিশেষনগুলো ব্যবহার করতেই হবে – কারণ ওসামা নিজে একজন মহৎপ্রাণ ছিলেন – বিশেষ করে সেই সময়ে, যখন পৃথিবী থেকে মহৎ গুণাবলীগুলো সব নি:শেষ হয়ে গেছে – তিনি ছিলেন পূর্বকার সেই সম্ভ্রান্ত নাইট, শ্রদ্ধেয় যোদ্ধা এবং রাজকীয় সেনাপতিদের কাতারের মানুষ।

ওসামা হচ্ছে এই সবগুলো মহৎ গুণাবলীর সমষ্টি – ওহে আমেরিকান – যার বিরুদ্ধে তোমাদের সরকার নিয়মিত যুদ্ধ করে যাচ্ছে... তোমাদের নষ্ট পঁচে যাওয়া সরকার যা দাবী করে, ওসামা তার কোনটিই নয়... তোমাদের নেতারা যা বলেন ওসামা সেই মানুষ নন, তিনি তাদের মত নন যে জনগনকে অস্বীকার করে তাদের সাথে একাত্বতা পোষণ করবেন... ওসামা হচ্ছে সেই ধরনের অনুসরণীয় মানুষ যাদের কথা তোমরা ইতিহাসের পাতায় পড়ে থাক... এরপরও কি জানতে চাও ওসামা মুসলিমদের কাছে কতটা প্রিয়!!

ওসামা – ওহে আমেরিকান – সেই হাজার লোকদের যোদ্ধা সঙ্গী যারা অপরের সমৃদ্ধ জীবনের আশায় নিজের জীবন কুরবান করে দিয়েছেন, তাদের সবচেয়ে দামী সম্পদ তারা আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন যাতে তাদের পরবর্তীরা প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি ভাল মানবিক জীবনের অধিকারী হতে পারে... ওসামা – ওহে আমরিকান – এই উম্মতের আত্মা এবং হৃদস্পন্দন যা কিনা একটি লম্বা এবং হালকা মানব শরীরের অবয়বে দৃশ্যমান ছিল!

ওসামা – ওহে আমেরিকান – অসততার সময়ে সত্যের বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর, দম্ভের অসারতার মধ্যে মানবতার কন্ঠস্বর, নিচুতার মধ্যে মহত্বের আহ্বান... ওসামা হচ্ছে সেই সময়কার একজনের স্মৃতি যখন পৃথিবীতে মনে রাখার মত কোন মহাত্বা নেই... মানবতার মৃত্যুশয্যায় তিনি যেন হৃদস্পন্দন।

প্রত্যেকটি মানুষের নামেরই তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে একটি অর্থ থাকে। আরবি সংস্কৃতিতে ওসামা মানে হল: সিংহ, আর প্রকৃত অর্থেই তার ঐতিহাসিক শপথ সারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে সিংহের গর্জনের মতই শোনা গিয়েছিল, যার পরে সেই সিংহ তোরা বোরা আর সুলাইমান এবং হিন্দু কুশ এর পাহাড়ে আপন বাসস্থান, আপন গুহাতে ফিরে এসেছিলেন – তার শিকারের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে ছিলেন এবং তুমি হয়ত জান যে, সিংহ খুব বেশি গর্জন করে না। সিংহ শিকারের আগে খুব অল্পই শব্দ করে থাকে – ওসামাও ঠিক তেমনই, তার কথা এবং ভাষণ ছিল অল্প...

ওসামা – ওহে আমেরিকান – ইসলামের সিংহ, যে তার শরীরের উপর ইঁদুরদের চড়তে দিতেন না – এবং যদি তিনি গর্জন করতেন তবে তারা দৌড়ে পালাত, পিছনে ফিরে তাকানোর অবসরও পেত না... সকল নেকড়ে এবং শেয়ালদের মনে ত্রাস সৃষ্টির জন্য ওসামার নামই যথেষ্ট ছিল, যারা মানবতার মাংস ছিঁড়ে খেত।

ওহে মুসলিম, তোমার জাতীর সংগী সাথী সবাইকে জানিয়ে দাও, ওসামা প্রত্যেকটি স্বাধীনতাকামী মুসলিমের অন্তরে বেঁচে আছেন, আর তার ঐতিহাসিক সেই অঙ্গীকার প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে খোদাই হয়ে আছে যে, আমেরিকানদের জন্য শান্তির চিন্তা এখন সুদূর পরাহত আর তাদের অনাগত দিনগুলো তাদের জাতির জন্য ভাগ্য নির্ধারনকারী হিসেবে ইতিহাসে বিবেচিত হবে, কারণ ওসামার পুত্র এবং ভাইয়েরা আমেরিকার ইতিহাস চিরদিনের জন্য শেষ করে দেয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ...

হয়ত – ওহে আমেরিকান – আমার এই কথায় তুমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছ এবং তুমি শুধুই জানতে চেয়েছ, যখন তুমি জান যে, তোমার দেশের সেই পরিমাণ জাগতিক ক্ষমতা আছে যাকে অপরাপর সবাই সমঝে চলে, কিন্তু – ওহে আমেরিকান – তুমি বিশ্বাসীদের সেই ক্ষমতার কথা জান না; যখন দ্বীনের প্রকৃত চেতনা তাদের হৃদয়ের সাথে মিশে যায় – কেননা যুদ্ধাস্ত্র বা গোলাবারুদ নয়, বরং বিজয়ের ধ্বনী মানুষের হৃদয় থেকে ছড়িয়ে পড়ে।

ওসামা – ওহে আমেরিকান – ইসলামের শক্তি দ্বারা পরিচালিত, যা বিশ্বকে ১২০০ বছরের অধিক শাসন করেছে, আর তখন পৃথিবীর কেউ আমেরিকাকে চিনত না। জেনে রাখ, কলম্বাস কখনই আমেরিকা খুঁজে পেত না যদি তার হাতে আন্দালুস এবং ইতালির মুসলিমদের হাতে আঁকা ম্যাপ না এসে পৌঁছাত। সুতরাং, ইউরোপ এবং আমেরিকায় যদি কিছু মুসলিম পন্ডিতরা নবযুগের অভ্যুত্থান না ঘটাতেন তবে তোমাদের অস্তিত্বও আজ বিলিন হয়ে যেত, এই সেই ইসলামের সংস্কৃতির অভ্যুত্থান যাকে আজ তোমরা অস্বীকার কর...

ওসামা, ওহে আমেরিকান, মুসলিমদের তাদের সংস্কৃতির কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাদের অতীত মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এবং তাদের ইতিহাসের কথা পূর্ণজীবিত করেছেন। এবং মুসলিমদের বলেছেন, তোমাদের দ্বীনে ফিরে যাও, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে তোমাদের প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হও – কেননা মুসলিম জাতিকে পৃথিবীতে পাঠানোই হয়েছে অন্য সকল জাতিকে, মানবতাকে পথপ্রদর্শন করার জন্য এবং অপর সকল জাতির উপর নিজের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে – যা আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সা: এর উপর নাযিলকৃত কিতাবে বলেছেন: 'তিনিই তাঁর রাসূলের মাধ্যমে পথনির্দেশনা এবং সত্য দ্বীন পাঠিয়েছেন যাতে তা অপর সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী হয়'। এই অবশ্যম্ভাবী সত্যের কথা কুরআনের তিন জায়গায় আল্লাহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

ওসামা – ওহে আমেরিকান – ইতিহাসের নতুন দিগন্তের সূচনা করতে যাচ্ছেন, কারণ তিনি দীর্ঘ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়ে মুসলিমদের হৃদয়ে ইসলামের আলোর পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছেন। তিনি তার নিজের রক্ত দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে আত্মত্যাগের মহত্ব জাগিয়ে তুলেছেন – যা মুসলিমদের জীবন থেকে একরকম মুছে গিয়েছিল। তুমি কি জান ওহ আমেরিকান – মুসলিমরা ওসামার মৃত্যুতে শোক করে না!! ওহে আমেরিকান – তুমি হয়ত চমকে উঠবে এই কথা শুনে যে, বহু মুসলিম দেশে ওসামার শহীদ হবার খবর শুনে মুসলিমরা একে অপরকে মুবারকবাদ জানিয়েছে, কেউ কেউ মিষ্টি বিতরণ করেছে!! তুমি কি বুঝতে পারবে যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিটির মৃত্যুর কথা শুনে কখন লোকে মিষ্টি বিতরন করে?!!

যদি আমার ক্ষমতায় থাকত, তবে আমি আমার নিজের এবং আমার সকল পুত্রদের জীবন বিলিয়ে দিতাম – যেন ওসামা আমাদের মাঝে বেঁচে থাকে, কিন্তু তথাপিও এখন পর্যন্ত আমি ওসামার জন্য

একবিন্দু চোখের পানি ফেলিনি। আর যদি আমি কাঁদি, তবে তা শুধুমাত্র এই জন্য যে, কেন আমি ওসামার মত সাফল্য হাসিল করতে পারলাম না... এমন অনেকেই আছে যারা অধিকার আদায়ের কথা বলে, কিন্তু খুব কমই আছে যারা সেই অধিকারের জন্য মৃত্যু বরণ করতে রাজি থাকে, আর ওসামা – ওহে আমেরিকান – মানুষের সেই অধিকারের জন্য শুধু মৃত্যুর প্রস্তুতিই নেয়নি, বরং প্রতিমুহূর্তে শুধু এই কামনাই করত কখন সেই মৃত্যু আসবে! কারণ দ্বীনে বিশ্বাসী একজন মু'মিনের নিকট এই মৃত্যুই সর্বাধিক কাম্য এবং সবচেয়ে বড় সাফল্য...

আমি হয়ত কথাগুলো অনেক দীর্ঘ করে ফেললাম, কিন্তু তথাপি আমি ওসামা সম্পর্কে অল্পই মাত্র বলতে পেরেছি এবং অল্পই বুঝাতে পেরেছি ওসামা মুসলিমদের জন্য কতটা অর্থ বহন করে। আর আমি যদি এই ভয় না করতাম যে, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আমি তোমাকে দিনের পর দিন তার কথা শুনাতাম, বুঝাতাম প্রকৃত ওসামা কতটা গুরুত্ব বহন করে... আমি চেষ্টা করেছি এই অল্প কিছু কথায় তাকে চেনাতে – তবে আমি অনুরোধ করব, দয়া করে এই বিষয়গুলো নিয়ে একনিষ্ঠভাবে চিন্তা করে দেখ...

সত্য এবং মহত্বর মানবতার সংস্কৃতিই হচ্ছে – ওসামা।

লেখক: হুসেইন বিন মাহমুদ, সংগৃহীত: ২০১১-০৫-২৮

সোর্স: **Shomouk Al-Islam Forums**